Kalidasa: My Saviour

কবি কালিদাস: আমার ত্রাণকর্তা

ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের শুরুর জীবন নিয়ে অনেক কাহিনি প্রচলিত আছে, যেখানে তাঁকে একজন নির্বোধ মানুষ বলে দেখানো হয়েছে। কবি কালিদাস আনুমানিক চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (বিক্রমাদিত্য) রাজত্বকালে বাস করতেন। "তিনি সত্যিই নির্বোধ ছিলেন কি না, তা আমার জানা নেই; তবে আমার জীবনে তিনি একজন মহান ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যেহেতু কালিদাসকে ঘিরে প্রচলিত কাহিনিগুলো মূলত লোকগাথা, তাই ঠিক কতজন 'কালিদাস' ছিলেন এবং কে কী কাজ করেছিলেন, তা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তাঁদেরই একজনের অবস্থান ছিল উজ্জয়িনীর রাজা ভোজের রাজসভায়। তবে আমার কাছে এই বিষয়টি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; কারণ, সেই কাহিনিগুলো থেকেই আমি আমার জীবনের পাথেয় খুঁজে পেয়েছিলাম," কথাগুলো বলছিলেন ডঃ পি.সি., যিনি ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের (The Ministry of Human Resource Development - MHRD) প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ ভারতের একটি শীর্ষস্থানীয় ম্যানেজমেন্ট স্কুলের ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি তাঁর বন্ধু অধ্যাপক নরেন্দ্রর সঙ্গে আলাপ করার সময় তাঁর জীবনের এমন কিছু ঘটনার কথা তুলে ধরছিলেন, যা তাঁর জীবনধারাকেই আমূল বদলে দিয়েছিল।

ডঃ পি.সি. বললেন, "২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে আমার এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমি তখন আমার কাজের পদ্ধতি পুরোপুরি কম্পিউটার-নির্ভর করে ফেলেছিলাম এবং আমার কাজের যাবতীয় তথ্য বা 'ডেটা' আমার ল্যাপটপেই সংরক্ষিত ছিল। প্রতিষ্ঠানের দাপ্তরিক কাজের পাশাপাশি, সেই সময়ে আমার হাতে আরও দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শমূলক প্রকল্প (consulting projects) চালু ছিল, একটি ছিল 'স্পাইসেস বোর্ড অফ ইন্ডিয়া'-র (Spices Board of India) সঙ্গে এবং অন্যটি ছিল রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন লোকসানে চলা চিনিকলগুলোর সংস্কারের বিষয়। তথ্য সংগ্রহের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং আমি তখন সেই সংক্রান্ত রিপোর্টগুলি প্রস্তুত করার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। চিনিকলগুলোর ভবিষ্যৎ পরিণতি বা ভাগ্য নির্ধারণের বিষয়ে রাজ্যের মন্ত্রী মহোদয়ের একটি বিবৃতি দেওয়ার কথা ছিল; আর সেই বিবৃতিটি খুব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করে জমা দেওয়ার জন্য রেজ আমাকে তাগাদা দেওা হচ্ছিল। অন্যদিকে, 'স্পাইসেস বোর্ড'-এর রিপোর্টটিও শীঘ্র শেষ করাটা আমার জন্য জরুরি ছিল, কারণ ঠিক তার পরের মাসেই, প্রায় ২৫০০ কিলোমিটার দূরে এক জায়গায়, মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমাকে রওনা হতে হতো। আমার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কাজের সূচিও তখন অত্যন্ত ঠাসা ছিল। নতুন ভবনের নির্মাণকাজ এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের নিয়োগের সাক্ষাৎকারের প্রক্রিয়া চলছিল। এর মূল কারণ ছিল, আমরা জুলাই মাস থেকে আমাদের 'PGP' স্নাতকোত্তর ম্যানেজমেন্ট কোর্সে শিক্ষার্থীদের ভর্তির সংখ্যা বাড়িয়ে তৃতীয় নতুন বিভাগ চালু করার পরিকল্পনা করছিলাম। অথচ গত মার্চ মাসেই, অর্থাৎ কয়েকমাস আগেই, আমাদের এই কোর্সের প্রথম ব্যাচের দুটি বিভাগের শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনা শেষ করে বিদায় নিয়েছিল। এক কথায় বলতে গেলে, সেই মুহূর্তে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কাজই ছিল অত্যন্ত সংবেদনশীল ও সংকটপূর্ণ এক পর্যায়ে (critical path)।"

২২শে এপ্রিল, কেরালার ওয়ায়ানাদে (Wayanad) একটি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার জন্য আমি একটি আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির (Ordnance Factories) কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত প্রথম স্পন্সর্ড কর্মসূচির শেষে আমাদের একটি প্রীতিভোজ ছিল। আমি রাতের খাবার সেরে রাত ১১টার দিকে কোট্টায়ামের উদ্দেশ্যে ট্রেন ধরার জন্য রওনা হলাম। ট্রেনে বসে আমি আমার সমাবর্তন ভাষণটি তৈরির জন্য ল্যাপটপে কাজ করলাম এবং তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমোনোর সময় বেশ স্বস্তি পেলাম এই ভেবে যে, আমার কামরায় নিরাপত্তারক্ষীরা রয়েছেন, কারণ ঠিক আমার বার্থের উল্টোদিকেই রাজ্যের অর্থমন্ত্রীও ভ্রমণ করছিলেন।

হঠাৎই একটা শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল; জেগে উঠে দেখি আমার ল্যাপটপটি উধাও হয়ে গিয়েছে। আমি আতঙ্কে জমে গেলাম। আমার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগেই, কীভাবে আমি সেই রিপোর্টগুলো (যার তথ্য আমি গত ছয় মাস ধরে জোগাড় করেছিলাম) শেষ করব এবং স্নাতকোত্তর ম্যানেজমেন্ট কোর্সে শিক্ষার্থীদের ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত প্রশাসনিক বিষয়গুলোর সুরাহা করব? ব্যাচের আকার বৃদ্ধির প্রস্তাবের ফলে কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের ও অ-শিক্ষক কর্মীদের মধ্যে আগে থেকেই তীব্র অসন্তোষ ছিল। আর সেই কারণে আমি ইতিমধ্যেই তাদের রোষানলের শিকার হচ্ছিলাম। কোচিন স্টেশনে এফআইআর (FIR) দায়ের করার অপেক্ষায় থাকাকালীন এবং সেখান থেকে ওয়ায়ানাদের ম্যানেজমেন্ট স্কুলের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে, আমি কেবল একটাই বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবছিলাম, কীভাবে এই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায়। রাতের বেলা হঠাৎই আমার কালিদাসকে নিয়ে বলা একটি গল্প মনে পড়ে গেল, যেটা আমাকে শুনিয়েছিলেন আমারই এক সহকর্মী, যাঁর বাড়ি ছিল উজ্জয়িনিতে।

একবার রাজা ভোজ কালিদাসকে তাঁর কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য পুরস্কার প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কালিদাস তাঁর শৈশবের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে শিপ্রা নদী পার হচ্ছিলেন। আলাপচারিতার এক পর্যায়ে কালিদাস লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর বন্ধুকে কিছুটা মনমরা দেখাচ্ছে। কালিদাস যখন এর কারণ জানতে চাইলেন, তখন বন্ধুটি বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। তবে কালিদাসের বারবার পীড়াপীড়িতে বন্ধুটি শেষমেশ বললেন, "আমি তোমার ওপর ভীষণ রাগ করেছি।" কালিদাস জানতে চাইলেন, "কেন?" বন্ধুটি উত্তর দিলেন, "তুমি যদি এই প্রতিযোগিতায় না থাকতে, তবে পুরস্কারটি আমিই পেতাম।"

এ কথা শুনে কালিদাস তাঁর কবিতার পাণ্ডুলিপিটি শিপ্রা নদীর জলে ছুড়ে ফেলে দিলেন। বিস্ময়ে হতবাক বন্ধুটি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "কালিদাস! তুমি এ কী করলে?"

কালিদাস মৃদু হেসে বললেন, "এই রচনাটি তো আমারই সৃষ্টি। আমি চাইলে আবারও এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারব। কিন্তু তোমার মতো এমন একজন শৈশবের বন্ধু কি আমি আর ফিরে পাব?" এই গল্পটি সত্য কি মিথ্যা, তা আমার জানা নেই। তবে এটি আমাকে নতুন এক শক্তিতে উদ্দীপ্ত করে তুলল। "যাই হোক, রিপোর্ট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ডেটাবেস তো আমি নিজেই তৈরি করেছিলাম। আমি কি তবে সেগুলো মনে করে আবার তৈরি করে ফেলতে পারব না?"

নতুন উদ্যমে আমি আমার কাজের জায়গায় ফিরে এলাম এবং আমার কাজের ভিত্তিটি পুনর্গঠন করতে শুরু করলাম। কিছু অংশ ছিল ছাপানো আকারে, কিছু ছিল বিভিন্ন পোর্টেবল ফ্লপি ড্রাইভে

সংরক্ষিত, কিছু ছিল আমার বাড়ির ডেস্কটপ কম্পিউটারে, কিছু অফিসের ডেস্কটপে এবং বাকিটা ছিল ল্যাপটপে। ইমেলগুলো থেকে আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ও তথ্যের ভাণ্ডার খুঁজে পেলাম। আমি যে নির্বাহীর সাথে সাক্ষাৎ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম, তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট তথ্যটুকুও সংগ্রহ করে নিলাম। তিন সপ্তাহের মধ্যেই আমি আমার রিপোর্ট বানিয়ে ফেললাম। চতুর্থ সপ্তাহে সেটির সম্পাদনা ও ছাপার কাজ শেষ করে, রিপোর্ট যথাস্থানে পাঠিয়ে ও এবং অফিসের যাবতীয় কাজ ও সাক্ষাৎকার পর্ব চুকিয়ে, আমি আমার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রওনা হলাম।

সেই ঘটনার পর থেকে 'কালিদাস' আমার জীবনে আমার আদর্শ বা 'রোল মডেল'-এর জায়গা নিয়েছেন। এখন আর আমার কাজের নথিপত্র হারিয়ে গেলে (যা বার্ধক্যজনিত কারণে কিংবা অবসরের পরে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর ফলে প্রায়ই ঘটে থাকে) কিংবা কেউ আমাকে 'বোকা' বলে গালি দিলেও আমি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হই না। তবে আমি এমন একজন বন্ধুকে হারাতে চাই না, যিনি আমার বিপদের দিনে সর্বদা আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন, এমনকি সেইসব জটিল পরিস্থিতিতেও, যেখানে আপাতদৃষ্টিতে প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থের সংঘাতের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু শেষমেশ যা অত্যন্ত সুচারুরূপে সমন্বয় করা সম্ভব হয়েছিল। "অবসরের পরের এই সময়ে আমার সমস্ত কাজ ও অভিজ্ঞতাকে পুনরায় একত্রিত করা এবং সেগুলোর বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে পুনরুদ্ধার করা, এর সবটুকুই সম্ভব হয়েছে কেবল 'কালিদাস'-এর কাছ থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণার জন্য" কথাগুলো বলে ডঃ পি.সি. তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।